গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
এপিএ শাখা

বিষয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষন কাঠামোর ২.১ এর আলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহনে সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি	:	মো: আফজাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব
তারিখ	:	২৫/০২/২০২০ খ্রি:।
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা।
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট –'ক'-তে দ্রষ্টব্য।

জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক অংশীজনের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতি এবং এনআইএস টিম প্রধান ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতি: সচিব (প্রতিষ্ঠান) জনাব মো: আফজাল হোসেন সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরীবিক্ষণ কাঠামোর প্রতিটি ক্রমিক অনুসারে আলোচনা করেন। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনয়নের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারি কাজকর্মে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা পরিবর্তন করে জনসেবামুখী করার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সভাপতি জানান যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রয়োজন। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সকল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে জনকল্যানে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি মহোদয় সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধির কাছে জানতে চান যে, ষ্টোকহোল্ডারদের নিয়ে নিয়মিত সভা এবং ফিডব্যাক প্রদান করা হয় কিনা? সে প্রেক্ষিতে নিবন্ধক সভায় অবহিত করেন যে তিনি অনেকগুলো গণশুনানিতে অংশগ্রহন করেছেন সেখানে দেখা যায় মহিলা প্রশিক্ষনার্থী সেলাই প্রশিক্ষন কার্যক্রম অংশগ্রহণ করে থাকেন পরবর্তীতে তারা তাৎক্ষনিক সেলাই মেশিন হাতে না পাওয়ায় উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যকরি হয় না। সে প্রেক্ষিত সভাপতি মহোদয় সভায় অবহিত করেন যে, সমবায় বিভাগের গতানুগতিক কাজের সঙ্গে আরো বেশি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে প্রকল্পের আওতায় সেলাই মেশিন বিতরণ করা যেতে পারে।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক সভায় অবহিত করেন যে, তিনি নিজেই মাঠ পর্যায়ের অনেক কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন। নিয়মিত পরিদর্শন করা হলে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে যে সমস্ত কার্যক্রম স্থবির রয়েছে তা দ্রুত সচল করা যায়। তিনি আরো জানান অত্র বিভাগের আওতাধীণ যেসকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান রয়েছেন তাঁরাও এ ধরনের পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইহাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেক বাড়বে।

সভাপতি মহোদয় মিল্কভিটার সূচক অনুযায়ী অর্জন সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকায় মিল্কভিটার কার্যক্রম বৃদ্ধি করার পরামর্শ প্রদান করেন। সেপ্রেক্ষিতে উপস্থিত প্রতিনিধি জানান ঢাকায় ৫০ (পঞ্চাশ) টি থানায় বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় অবহিত করেন যে,মিল্কভিটার Corporate Sale দেখভাল করার জন্য পৃথক ইউনিট গঠন করে তদারকি জোরদার করা যেতে পারে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ Sales Centre গুলো শুক্রবার তথা সপ্তাহিক সরকারী ছুটির দিনে খোলা রেখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরকে সংশ্লিষ্ট মার্কেট এর সাপ্তাহিক বন্ধের দিনে ছুটি দেওয়া যেতে পারে।

অপর পাতায় দেখুন:

পূর্ব পৃষ্ঠার পর:

সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বিআরডিবি)'র প্রতিনিধিকে জানান যে, সিলেটে অবস্থিত বিআরডিবির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যা আধুনিকায়ণ করে সেখানে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। তিনি প্রতিষ্ঠানটি সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয় অত্র বিভাগের দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতায় উল্লিখিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-টেন্ডার, জিআরএস, পরিদর্শন, পুরস্কার প্রদানের টার্গেট অনুযায়ী যথাসময়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিশেষ করে সমবায় পুরস্কার প্রদান নীতিমালা এবং বিআরডিবি'র জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক নীতিমালা ৩য় কোয়ার্টারের পূর্বেই কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দশনা প্রদান করেন। তিনি এ বিভাগের কর্মকতর্কাগণকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তকরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

জবাবদিহির উপকরণ সমূহ সঠিকভাবে চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ সুশাসন নিশ্চিতকরা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

০১) অত্র বিভাগের অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার পরিদর্শনের জন্য যুগ্মসচিব তথা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

০২) দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিবেদন ও ফিডব্যাক অত্রবিভাগে প্রেরণ করবেন।

০৩) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা যে সব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন উক্ত পরিদর্শনের রিপোর্ট হেড অফিসসহ পরিদর্শন কৃত প্রতিষ্ঠানে পাঠাবেন/ রিপোর্ট পাওয়ার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে হেড অফিস/পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান, পরিদর্শন কারীর সুপারিশ সমূহের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যাক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরন করবেন।

০৪) এবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে সুশাসন, চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে প্রশাসন-১ শাখাকে ইউওনোট প্রেরণ করতে হবে।

০৫) এবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে প্রশাসন-১ শাখায় ইউওনোট প্রেরণ করতে হবে।

০৬) পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র সিলেটের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সংস্কারের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিআরডিবি 'র মহাপরিচালককে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৬/০২/২০২০

(মো: আফজাল হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।